গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪ বি, আগারগাঁও, প্র/এ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েব সাইট : www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৯৪.৩১.১৭-১১৯৫ তারিখঃ ২৬/১২/২০১৭খ্রিঃ

বিষয় ঃ জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলাধীন ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের চুড়ান্তভাবে বরখাস্তকৃত দুইজন শিক্ষকের চাকুরীতে পুনর্বহালসহ বকেয়া ও নিয়মিত বেতন বিল প্রদানের লক্ষে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অভিমত প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলাধীন ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের চুড়ান্তভাবে বরখাস্তকৃত দুইজন শিক্ষকের চাকুরীতে পুনর্বহালসহ বকেয়া ও নিয়মিত বেতন বিল প্রদানের লক্ষে স্মারক নং-জয়/ক্ষে/সংস্থাপন/ তারিখঃ ০৭/১২/২০১৭খ্রিঃ মোতাবেক সোনালী ব্যাংক এর ম্যানেজার(এসপিও) জনাব সমর কুমার মোহন্ত মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে মতামত চেয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেছেন।

উক্তপত্রের সারাংশ অনুযায়ী জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলাধীন ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের সাবেক সভাপতি ও দাতা সদস্য জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম চৌধুরী মহামান্য হাইকোর্ট ডিবিশনে ১১৫০৪/২০১৭ সংখ্যক একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন(কপি সংযুক্ত)। উক্ত রীট পিটিশনে ১০-০৮-২০১৭খ্রিঃ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন কলেজ পরিচালনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করতে একজন প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ ও নতুন কমিটি দায়িত্ববার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বর্তমান কমিটিকে দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়ে রুল জারী করেছেন মর্মে-দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি দৃষ্ট দেখা যায়।

অপরদিকে উক্ত ১১৫০৪/২০১৭ সংখ্যক রীটের বিপরীতে ওই কলেজের সাবেক প্রিন্সিপাল মোঃ সায়ফুল ইসলাম মহামান্য আপীলেট ডিভিশনে ৩৬৪৯/২০১৭ সংখ্যক একটি লীভ টু আপীল মামলা দায়ের করেন(কপি সংযুক্ত)। ওই মামলায় ২২-১০-২০১৭ তারিখে মহামান্য আপীলেট ডিভিশন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাটকে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে লীভ পিটিশনটি নিস্পত্তি করেছেন। ইতোমধ্যে ৩০ নভেম্বর পেরিয়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান অথবা নতুন কমিটি গঠন সম্পর্কে আমাদের নিকট কোনো তথ্য নাই।

উক্ত কমিটি কর্তৃক ২৪-০৯-২০১৭ তারিখের রেজুলেশনমূলে ওই প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ভোকেশনাল শাখার সহকারী শিক্ষক(গণিত) মোঃ রেজোয়ানুল হক ও ট্রেড ইন্সট্রাক্টর(ইলেকট্রিক) মোঃ ফরিদ হোসেনকে স্বীয়পদে বহালপূর্বক তাদের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সেই মোতাবেক সেপ্টেম্বর ২০১৬ সাল হতে আগষ্ট/২০১৭ সাল পর্যন্ত ১২ মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ও দুইটি ঈদ বোনাসসহ মোট টাকা= ৪,১২,৯৬০/- (চার লক্ষ বারো হাজার নয়শত ষাট) টাকা মাত্র পরিশোধের জন্য অত্র শাখায় বিল দাখিল করেছেন।
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এর ০৭-০৯-২০১৫ তারিখের ৩/কল/জয়/৭৫০(৩য়)/৪২১ সংখ্যক স্মারকমূলে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত গভর্নিংবডির ৬(ছয়) জন সদস্য ০৮-১০-২০১৭ তারিখে ওই দুই শিক্ষকের পুনঃনিয়োগ সংক্রান্ত রেজুলেশনে তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে মর্মে-একটি অভিযোগের কপি অত্র শাখায় দাখিল করেছেন এবং তাদের বকেয়াসহ হাল নাগাদ বেতন-ভাতা প্রদান না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে গভর্ণিংবডির কো-অপ্ট সদস্য জনাব মোঃ নবীউল ইসলাম চৌধুরী বর্ণিত সদস্যরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন এবং তদস্থলে মোঃ আব্দুর রহিম আকন্দ, মোঃ আলী রেজা রুবেল ও মোছাঃ নার্গিস পারভীনকে কো-অপ্ট সদস্য করে গভর্ণিং বডির কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মর্মে আমাদের জানিয়েছেন। উক্ত কো-অপ্ট সদস্যদের অনুমোদনের জন্য চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী বরাবরে ২৮-০৯-২০১৬ইং তারিখে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পত্র দিয়েছেন। নির্বাচিত সদস্যদের পদত্যাগ ও কো-অপ্ট সদস্যদের বিষয়ে কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক ১০-০৭-২০১৭ তারিখে ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান বরাবরে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হলে তারা এর জবাব প্রদান করেছেন। কিন্তু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক কো-অপ্ট সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটির অনুমোদনের কোনো প্রমানক আমাদের প্রদান করেননি।
অপরদিকে অভিযুক্ত ওই প্রতিষ্ঠানের এসএসসি ভোকেশনাল শাখার সহকারী শিক্ষক(গণিত) মোঃ রেজোয়ানুল হক ও ট্রেড ইন্সট্রাক্টর(ইলেকট্রিক) মোঃ ফরিদ হোসেন ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভর্ণিংবডির চেয়ারম্যান এর বিরুদ্ধে জেলা জয়পুরহাট এর ক্ষেতলাল সহকারি জজ কোর্টে দায়েরকৃত মামলা গত ০৩-১০-২০১৭ তারিখে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। চুড়ান্তভাবে বরখাস্তকৃত শিক্ষকদ্বয়ের চাকুরীতে পূনর্বহাল ও উক্ত বিল পরিশোধের বিষয়ে আইনগত অভিমত জানার জন্য সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জয়পুরহাট অঞ্চলের প্যানেল আইনজীবী জনাব গোলাম মোকাররম চৌধুরীকে পত্র প্রেরণ করা হলে তিনি ২৪-১০-২০১৭ তারিখে একটি অভিমত প্রদান করেছেন। তিনি তার অভিমতে উল্লেখ করেছেন "বোর্ডের অনুমোদন ও প্রজ্ঞাপন জারি ব্যতিরেকে কো-অপ্ট সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত গভর্ণিং বডির ইং-২৪/০৯/২০১৭ তারিখের সিদ্ধান্ত আইনসঙ্গতও যথাযথঃ কিনা এবং চুড়ান্ত বরখাস্তকৃত শিক্ষককে চাকুরীতে পুনঃবহাল করা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী ও মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, হতে নিশ্চিত না হইয়া উল্লেখিত চুড়ান্ত বরখাস্তকৃত দুইজন শিক্ষককে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন-ভাতাদি প্রদান করা যথাযথ হইবে না। ইহাতে ব্যাংক স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবে এবং ভবিষ্যতে জটিলতার উদ্ভব হইবে। তবে, দাখিলকৃত বিলের উক্ত দুইজন শিক্ষক ব্যতীত অপর শিক্ষক-চর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি প্রদানে আইনগত কোনো বাঁধা নাই।"
উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে ম্যানেজার(এসপিও), সোনালী ব্যাংক, জয়পুরহাট গভর্নিংবডির কো-অপ্ট সদস্য মোঃ রহিম আকন্দ, মোঃ আলী রেজা রুবেল ও মোছাঃ নার্গিস পারভীন এই অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কিনা এবং এতদসংক্রান্ত কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে কিনা এবং বর্তমানে কমিটি এই অবস্থায় তাদের নিয়মিত ও বকেয়া বেতন-প্রদান করা আইনসঙ্গত হবে কিনা সে বিষয়ে এই অধিদপ্তরের পরামর্শও সুস্পষ্ট মতামত চেয়েছেন।
ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের, জয়পুরহাট প্রতিষ্ঠানটি একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মূল কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত কারিগরি শাখার বোর্ডের সদস্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক

অনুমোদিত হয়। অতএব, উক্ত প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির কো-অপ্ট সদস্য মোঃ রহিম আকন্দ, মোঃ আলী রেজা রুবেল ও মোছাঃ নার্গিস পারভীন এর নিয়োগ বিধি সম্মত কিনা-এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বোর্ড ব্যাখ্যা দিতে পারবে। উক্ত বিষয়ে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন মতামত নেই।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ৪১এর ২(ঘ) (২) নং ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাদি হলো-শিক্ষক-কর্মচারীগনের চাকুরীর শর্তাবলী অনুসরণে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তদন্ত অনুমোদন, তবে অপসারন বা বরখাস্তের বিষয়ে বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত উক্তরূপ কোন দন্ড আরোপ করা যাইবেনা-মর্মে উল্লেখ আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ০২ জন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয় এবং ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক-ই বরখাস্ত প্রত্যাহার পূর্বক তাদের পুনর্বহাল করা হয়। উক্ত বরখাস্তকরণ ও বরখাস্ত প্রত্যাহার পূর্বক তাদের পুনর্বহাল প্রজ্ঞাপনের ৪১ এর ২(ঘ) (২) নং ধারা অনুযায়ী বিধি বিধান মেনে করা হয়েছিল কিনা-তা সংশ্লিষ্ট ম্যানেজিং কমিটির এখতিয়ারভুক্ত। যেহেতু, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক গঠিত ২১ ডিসেম্বর/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত প্রজ্ঞাপনের ৪১ এর ২(খ) (১০) নং ধারা অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতাদি প্রদানের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব। সুতরাং, তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করবেন কিনা তা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির এখতিয়ারভুক্ত।

এছাড়াও জনবল কাঠামো ২০১০(মার্চ/২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী ১৮(৬) ধারা মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারী ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যকার অভ্যন্তরীন বিরোধের কারণে বা তাদের মধ্যে সৃষ্ট মামলার বা অন্য কোন কারণে বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ উত্তোলন সম্ভব না হলে পরবর্তীতে বকেয়া হিসাবে তা উত্তোলন করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এর আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করবে-মর্মে উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের বরখাস্তকৃত ০২ জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন প্রদান করার কোন সুযোগ নেই। তবে, উক্ত ০২ জন শিক্ষকের পুনর্বহাল আদেশ বিধি সম্মত হলে তাদের বর্তমান বেতন-ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।
১১৫০৪/২০১৭ রীট মামলায় ২২-১০-২০১৭ তারিখে মহামান্য আপীলেট ডিভিশন ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাটকে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে লীভ পিটিশনটি নিস্পত্তি করেছেন। ইতোমধ্যে ৩০ নভেম্বর পেরিয়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান অথবা নতুন কমিটি গঠন করা হয়নি। সুতরাং, উক্ত ম্যানেজিং কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কমিটির কো-অপ্ট সদস্য অনুমোদন প্রক্রিয়া সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। এবং উক্ত কো-অপ্ট সদস্য দ্বারা গঠিত ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বরখাস্তকৃত শিক্ষকের বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক পুনর্বহাল সঠিক কিনা সে বিষয়ে জটিলতা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত সমস্যাসমূহ থাকার কারণে বরখাস্ত আদেশে প্রত্যাহারকৃত ০২ শিক্ষকের বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয়ে জটিলতা থাকায় তাদের বর্তমান বেতন-ভাতা প্রদান করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোঃ নুরুল ইসলাম)
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

আইন কর্মকর্তা
আইনসেল
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৯৪.৩১.১৭-১১৯৫(৯)

তারিখঃ ২৬/১২/২০১৭খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল ঃ

১। জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট।
২। উপসচিব (কারিগরি-১/২), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, জয়পুরহাট।
৪। জনাব সমর কুমার মোহন্ত, ম্যানেজার(এসপিও), সোনালী ব্যাংক, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।
৫। সভাপতি, ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, জয়পুরহাট, ক্ষেতলাল
৬। অধ্যক্ষ, ক্ষেতলাল পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, জয়পুরহাট, ক্ষেতলাল।
৭। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৮। পি.এ. টু-মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৯। সংরক্ষণ নথি।

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
সহকারী পরিচালক(এমপিও)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।